গাংনীতে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৪

মেহেরপুরের গাংনীতে ২৪ ঘন্টার অভিযানে ০৪ জন আসামীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গতকাল মঙ্গলবার রাত থেকে আজ বুধবার ভোর পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গাই অভিযান চালিয়ে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে ।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন- গাংনীর আড়পাড়া পূর্ব পাড়ার মহসিন মোল্লার ছেলে খোকন, মহব্বত, মহব্বত আলীর ছেলে মানিক, নওদাপাড়া তোফাজ্জেল হকের ছেলে আব্দুল ওয়াহেদ ।

গ্রেফতারকৃত আসামীদেরকে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরন করা হয়েছে । জেলার সার্বিক আইনশৃংখলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং বিভিন্ন অপরাধের অপরাধীদের গ্রেফতার করতে বিশেষ অভিযান চলমান থাকবে।

গাংনীতে তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রীকে ইভটিজিং: যুবকের ১৫ দিন জেল

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় তৃতীয় শ্রেণির এক ছাত্রীকে ইভটিজিংয়ের দায়ে আল-আমিন হোসেন (২৭) নামের এক যুবককে ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

মঙ্গলবার (২০ মে) বিকালে গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সাদ্দাম হোসেন এ আদালত পরিচালনা করেন। দণ্ডিত আল-আমিন হোসেন গাংনী উপজেলার বামুন্দি গ্রামের আব্দুর রহিমের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আল-আমিন হোসেন একই গ্রামের এক তৃতীয়

শ্রেণির ছাত্রীকে নিয়মিত রাস্তাঘাটে উত্ত্যক্ত করতেন এবং অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করতেন। বিষয়টি এলাকাবাসীর নজরে এলে তারা আল-আমিনকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেন। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতে তাকে হাজির করা হয়। ভ্রাম্যমাণ আদালত দণ্ডবিধি ১৮৬০-এর ৫০৯ ধারায় তাকে ১৫ দিনের কারাদণ্ড প্রদান করেন।

সহকারী কমিশনার (ভূমি) সাদ্দাম হোসেন বলেন, “শিশুদের নিরাপত্তা ও সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষায় প্রশাসনের অবস্থান জিরো টলারেন্স। কেউ এ ধরনের অপরাধ করলে তাকে কোনোভাবেই ছাড় দেওয়া হবে না।”

এ ঘটনায় এলাকাবাসীর মধ্যে স্বস্তি ফিরে এসেছে এবং প্রশাসনের দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ায় তারা সাধুবাদ জানিয়েছেন।

জমে উঠেছে ঐতিহ্যবাহী বামন্দী পশুহাট

আসন্ন কোরবানিকে সামনে রেখে মেহেরপুর গাংনী উপজেলার ঐতিহ্যবাহী বামন্দী পশুহাটে ক্রেতা-বিক্রেতার ভিড় শুরু হয়েছে। প্রায় ২০০ বছরের পুরনো এই হাটটি মেহেরপুর জেলার ঐতিহ্য বহন করে আসছে।

এই পশুহাটে দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আসেন ক্রেতা ও ব্যবসায়ীরা। ব্যবসায়ীরা গরুর দড়ি ধরে আছেন ক্রেতার আশায়, আবার ক্রেতারাও কোরবানির জন্য খুঁজছেন নিজেদের পছন্দমতো গরু, ছাগল ও ভেড়া। জেলার চাহিদা পূরণ করে কোরবানির পশু রাজধানী ঢাকা সহ বিভিন্ন জেলায় চলে যায়। এই সময় পশু বিক্রির জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন খামারি ও নিজ বাড়িতে পশু পালনকারীরা।

কৃষকের বাড়িতে একটি-দুটি করে লালন-পালন হলেও খামারে রয়েছে অনেক গরু, ছাগল ও ভেড়া। অনেক কৃষক শখের বসে পারিবারিকভাবে মহিষ পালন করেন।

গাংনীতে বেশ কয়েকটি ছাগল ও ভেড়ার বাণিজ্যিক খামার থাকলেও পারিবারিক খামারেও ছাগল ও ভেড়া বেশি পালিত হচ্ছে। বসতবাড়িতে দু-

একটি গরু পালন করা এখন অনেক পরিবারের প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সারা বছর গরু পালনের পর এখন এসেছে বিক্রির সময়। গরু বিক্রির টাকায় মিটবে পরিবারের আর্থিক চাহিদা। বাড়তি অর্থ দিয়ে আবারও গরু কেনা হবে। এভাবেই চলে গরু পালনকারী পরিবারগুলোর চক্র।

গরু খামারি উপজেলার ষোলটাকা গ্রামের শাজাহান আলী বলেন, “শিক্ষিত বেকার যুবকরা যদি খামার করে, তাহলে বেকারত্ব দূর হওয়ার পাশাপাশি তারা স্বাবলম্বী হতে পারবে। সন্তানের মতো পরম আদর-যত্ন ও মমতায় গরুকে লালন-পালন করা হয়। খামারের গরুকে বিচালি, ঘাস, ভুট্টা, খৈলসহ প্রাকৃতিক খাবার খাওয়ানো হয়। কোনো প্রকার কেমিক্যাল ব্যবহার করা হয় না। নিজেরাই খৈল উৎপাদন করি, সেই খৈল খাওয়ানো হয়। খৈল থেকে প্রাপ্ত তেল দেশের বিভিন্ন জেলায় সরবরাহ করা হয়। ইতোমধ্যে বেশ কিছু গরু বিক্রি হয়েছে, ঈদের আগেই বাকিগুলো বিক্রির আশা করছি। চাহিদা আর ভালো দাম পেলে লাভবান হবো বলে আশা করছি।”

খামারি বালিয়াঘাট গ্রামের মোশাররফ হোসেন বলেন, “সরকার যদি খামারিদের বিনা সুদে ঋণ দেয়, তাহলে বেকার যুবকরা এ পেশায় এগিয়ে আসবে। আমার খামারে সারা বছর গরু লালন-পালন করা হয়। এবারও বেশ কিছু গরু আছে, যেগুলোর দেখভাল করে পুরো পরিবার। আমরা ন্যায্য মূল্যে লাভের আশা করছি।”

খামারি তেরাইল গ্রামের হেলাল উদ্দিন বলেন, “পারিবারিক খামারে গরু পালন করেছি। কোরবানির জন্য পশুগুলো বিক্রি করে দেব। এখন খুব ব্যস্ত সময় পার করছি কোরবানির পশু নিয়ে। পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও সহযোগিতা করছে পশু পালনে। গো-খাদ্যের দাম বেশি এবং তীব্র গরমে পশু পালন করা খুব কঠিন হয়ে পড়েছে।”

বামন্দী পশুহাটে গরু কিনতে আসা জিয়া হোসেন বলেন, “দীর্ঘদিন দেশের বাইরে ছিলাম। ছুটিতে বাড়ি এসেছি পরিবারের সঙ্গে ঈদ করব বলে। হাটে এসে দেখি গরু ও ছাগলের দাম অনেক বেশি। তারপরও কিনব। আজ হাটে পছন্দ না হলে আগামী হাটে আসব।”
আরেক ক্রেতা বলেন, “কোরবানির জন্য গরু কিনতে এসেছি। পছন্দ হয়েছে, তবে দাম অনেক বেশি। তারপরও কিনেছি। অনেকে এখনও পশু কেনার আগে দেখাদেখি করছে।”

ছাগল ব্যবসায়ী লালচাঁদ বলেন, “বামন্দী বাজারে বড় ছাগলের খুব চাহিদা। বিভিন্ন গ্রাম থেকে ছাগল কিনে আনছি। গ্রামের লোকজন

প্রায় প্রতিটি বাড়িতে ছাগল পালন করে এবং কোরবানির সময় সামনে রেখে বিক্রি করে দেয়। এবার ছাগলের দাম অনেক বেশি।”

গরু ব্যবসায়ী জোরপুকুর গ্রামের জামরুল বলেন, “এবার গরুর বাজারদর ভালো রয়েছে। হাটে পর্যাপ্ত গরু উঠেছে এবং গরুর চাহিদাও অনেক। আশেপাশে বামন্দীর মতো বড় হাট আর নেই। দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে ব্যবসায়ী ও ক্রেতারা আসেন এই হাটে।”

বামন্দী পশুহাটের ইজারাদার, সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল আউয়াল বলেন, “বামন্দী পশুহাট মেহেরপুর জেলার ঐতিহ্যবাহী একটি হাট। প্রায় দুই শত বছরের পুরনো এই হাট জেলার গর্ব। সপ্তাহে দু’দিন, সোমবার ও শুক্রবার, হাট বসে। কেউ যাতে প্রতারণার শিকার না হয়, সেজন্য আমরা সবসময় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার চেষ্টা করি। এ বিষয়ে প্রশাসনও তৎপর রয়েছে। কোরবানিকে সামনে রেখে সব ধরনের পশুর বেচাকেনা শুরু হয়েছে।”

মেহেরপুর গাংনী উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস সূত্রে জানা গেছে, উপজেলায় কোরবানিযোগ্য পশু রয়েছে ১,৪০,৮৩৮টি। এর মধ্যে গরু ৪১,৫৭৮টি, ছাগল ৯৬,৮৪৫টি, মহিষ ৩৮৫টি এবং ভেড়া ২,০৩০টি। উপজেলায় কোরবানির চাহিদা রয়েছে প্রায় ৪২ হাজার পশুর।
গাংনী উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) মো. আরিফুল ইসলাম বলেন, “গাংনী উপজেলায় যে কোরবানিযোগ্য পশু প্রস্তুত রয়েছে, তা উপজেলার চাহিদা মিটিয়ে দেশের বিভিন্ন এলাকার কোরবানির পশুর চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। অর্থাৎ, চাহিদার চেয়ে অনেক বেশি পশুর যোগান রয়েছে।”

তিনি আরও বলেন, “মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় সবচেয়ে বড় পশুহাট হচ্ছে বামন্দী। সপ্তাহে দুই দিন, শুক্রবার ও সোমবার, এই হাট বসে। হাটে কোনো পশু অসুস্থ হয়ে গেলে চিকিৎসা দেওয়ার জন্য আমাদের মেডিকেল টিম সেখানে মোতায়েন রয়েছে।”

গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেন বলেন, “ঈদকে সামনে রেখে যাতে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সেজন্য বামন্দী পশুহাটে পর্যাপ্ত পুলিশ, প্রশাসনের নজরদারি, জাল নোট সনাক্তকরণ মেশিনসহ সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।”

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন।

বক্তারা অভিযোগ করেন, “ব্যক্তিকেন্দ্রিক ইচ্ছা ও বাণিজ্যের মাধ্যমে গঠিত জেলা আহ্বায়ক কমিটি বিএনপির আদর্শ ও ত্যাগী নেতাকর্মীদের অবমূল্যায়ন করেছে। এতে দলে বিভাজন ও ক্ষোভ তৈরি হয়েছে।”

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা কৃষকদলের আহ্বায়ক মাহবুবুর রহমান, জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি বাবু সাবের, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাইদুর সুজন, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজি, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আবু হাসনাত আফরোজসহ গাংনী উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

বক্তারা অবিলম্বে তদন্তপূর্বক বিতর্কিত জেলা আহ্বায়ক কমিটি বাতিল করে ত্যাগী ও পরীক্ষিত নেতাদের নিয়ে নতুন ও গ্রহণযোগ্য কমিটি গঠনের দাবি জানান।

গাংনীতে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ১

মেহেরপুরের গাংনীতে ২৪ ঘন্টার অভিযানে ০১ জন আসামীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গতকাল শনিবার রাত থেকে আজ রবিবার ভোর পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গাই অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে ।

গ্রেফতারকৃত হলেন চেংগাড়ার মোঃ হারুনুর রশিদের ছেলে মোঃ রবিউল ইসলাম।

গ্রেফতারকৃত আসামীদেরকে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরন করা হয়েছে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

কালামানিক জেলার সবচেয়ে বড় গরু বলে দাবি শাহারুল ইসলামের। ১৮ লাখ টাকা দাম উঠলেও তিনি গরুটির দাম হাঁকছেন ২৫ লাখ টাকা।

শাহারুল ইসলাম বলেন, জেলার মধ্যে বড় গরু কালামানিক। দুই বছর ধরে গরুটিকে পালন করছি। কেমিক্যাল জাতীয় খাবার না খাইয়ে আমি ভুসি, গমের ছাল, কাঁচা ঘাস, বিচালি খাওয়াই। খাবারের দাম অনেক বেশি। তাই কোরবানির ঈদ উপলক্ষ্যে গরুটি বিক্রি করে একটু লাভের আশা করছি। এতো বড় গরু একা পালন করা সম্ভব হয় না । তাই স্ত্রী ও ছেলে সব সময় আমাকে সহযোগিতা করে। প্রাণিসম্পদ অফিসও আমাকে সহায়তা ও বিভিন্ন পরামর্শ দেয়।

এদিকে কালামানিককে খাওয়ানো, গোসল করা থেকে শুরু করে পরম আদর যত্ন করেন শাহারুলের ছেলে সামিউল। আর এ কারণেই তাদের মধ্যে গড়ে উঠেছে মধুর সম্পর্ক।

সামিউল বলে, বাইরের কেউ গরুর কাছে গেলে রেগে যায়। তবে আমি গেলে শান্ত হয়ে যায়।
নিজের সন্তানের মতো যত্নে বড় করা কালামানিককে আসন্ন কোরবানিতে ২৫ লাখ টাকায় বিক্রি করতে চান শাহারুলের স্ত্রী বিলকিস খাতুন। তিনি বলেন, স্বামী বাইরে কাজে গেলে আমি কালামানিককে দেখাশোনা করি।

শাহারুলের ভাই জিনারুল বলেন, বড় ভাই দুই বছর ধরে যত্ন করে গরুটিকে বড় করেছেন। ঈদকে কেন্দ্র করে অনেকেই গরুটিকে দেখত আসছে। অনেকে আশানুরুপ দাম বলেছে। আমিও এমন একটি গরু এবার পালন করতে চাই।

প্রতিবেশী দুলাল মিয়া বলেন, কোনো ধরনের ক্ষতিকারক বা হরমোন জাতীয় ওষুধ ব্যবহার না করে দেশীয় খাবার বিচালি, চালের কুড়া, খৈল, কাঁচা ঘাস খাইয়ে শাহারুল গরু লালন-পালন করেছেন। কোরবানি ঈদে দাম ভালো পেলে এলাকার অনেকেই কালামানিকের মতো এমন গরু পালন করতে চান।

মেহেরপুর প্রাণিসম্পদ বিভাগের কর্মকর্তা ডা. সুব্রত কুমার ব্যানার্জী বলেন, কোরবানির ঈদ উপলক্ষ্যে শাহারুল যে গরুটি লালন-পালন করেছেন তা জেলার মধ্যে অন্যতম একটি বড় গরু। বাণিজ্যিক ও প্রান্তিক খামারিদের সার্বিক পরামর্শ দেওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন সহযোগিতা করা হচ্ছে।

জেলা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের তথ্যমতে, এ বছর জেলায় ২৬ হাজার ৪৭টি খামারে মোট ১ লাখ ৭১ হাজার ৭৫৩টি কোরবানিযোগ্য পশু প্রস্তুত করা হয়েছে। এর মধ্যে ৫৩ হাজার ২৯৭টি গরু, ১ লাখ ১৫ হাজার ছাগল, ২ হাজার ৬৯৪টি ভেড়া এবং ৭৬২টি মহিষ রয়েছে।

গাংনীতে জুমার নামাজের সময় ৪টি মোটরসাইকেল চুরি, এলাকায় চাঞ্চল্য

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় জুমার নামাজের সময় দুটি মসজিদের প্রাঙ্গণ থেকে ৪টি মোটরসাইকেল চুরির ঘটনা ঘটেছে।

শুক্রবার (১৬ মে) দুপুরে উপজেলার শহরের সন্ধানী স্কুলপাড়া ও উত্তরপাড়ার দুটি মসজিদে এই চুরির ঘটনা ঘটে। মুসল্লিরা নামাজ আদায়ে মসজিদে অবস্থানকালে দুর্বৃত্তরা এই সুযোগে মোটরসাইকেলগুলো নিয়ে পালিয়ে যায়।

প্রত্যক্ষদর্শী ও ভুক্তভোগীরা জানান, প্রতিদিনের মতো মুসল্লিরা মোটরসাইকেল মসজিদে যান। কিন্তু নামাজ শেষে তারা বেরিয়ে এসে দেখেন, পার্কিংয়ে রাখা মোটরসাইকেলগুলো নেই। সন্ধানী স্কুলপাড়া জামে মসজিদ প্রাঙ্গণ থেকে দুটি এবং উত্তরপাড়া জামে মসজিদ থেকে আরও দুটি মোটরসাইকেল চুরি হয় বলে জানা গেছে।

এ ঘটনায় ভুক্তভোগী ও স্থানীয়দের মাঝে চরম ক্ষোভ ও উদ্বেগ বিরাজ করছে। তারা অভিযোগ করেন, ধর্মীয় স্থানে এমন চুরির ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং এটি নিরাপত্তা ব্যবস্থার বড় ধরনের দুর্বলতার ইঙ্গিত দেয়।

এ বিষয়ে গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বানী ইসরাইল জানান, “ঘটনার খবর পাওয়ার পরপরই পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। ইতোমধ্যে তদন্ত শুরু হয়েছে এবং চুরি যাওয়া মোটরসাইকেলগুলো উদ্ধারের জন্য বিভিন্ন জায়গায় তৎপরতা চালানো হচ্ছে।”

ঘটনার পর স্থানীয়রা মসজিদে ও আশপাশের এলাকায় নিরাপত্তা জোরদারের দাবি জানিয়েছেন। পাশাপাশি, সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর টহল বাড়ানোর আহ্বান জানান তারা।

এ ঘটনায় থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

গাংনীতে ডেন্টাল চিকিৎসক সনদ না থাকায় জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা শহরে অভিযান চালিয়ে ডেন্টাল চিকিৎসক সনদ না থাকায় স্কয়ার ডেন্টাল কেয়ার, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের কারণে সামাদ হোটেল ও সোবহান হোটেলের কাছে থেকে ১০ হাজার টাকা করে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

আজ সোমবার দুপুরে এ অভিযান পরিচালনা করেন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসান।

তিনি জানান, স্কয়ার ডেন্টাল কেয়ারে চিকিৎসকের বৈধ সনদ না থাকা ও মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ ব্যবহার করার অভিযোগে প্রতিষ্ঠানটির স্বত্বাধিকারী রিয়াজ মাহমুদকে ১০ হাজার টাকা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার পরিবেশনের দায়ে সামাদ হোটেলের মালিক আব্দুস সামাদ এবং সোবহান হোটেলের মালিক আব্দুস সোবহানকে ১০ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়।

অভিযান চলাকালে জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা রিয়াজ মাহমুদ, কৃষি বিপণন কর্মকর্তা তরিকুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মশিউর রহমান এবং জেলা পুলিশের একটি টিম উপস্থিত ছিলেন।